দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 18 DEC 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষিত বেকারদের পুনর্বাসন

বেশ কয়েকদিন আগে কোন কোন দৈনিকে দেখেছিলাম, এবার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় যারা এক বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে তারা আগামী বছর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কেবল সংশ্লিষ্ট বিষয়টিতে পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ পাবে। আরো বলা হয়েছিল, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পাস করার পর সকল বিষয়ের নম্বর এক সাথে যোগ করে যে যে বিভাগে পাস করবে তাকে সেই বিভাগে উত্তীর্ণ বলে ঘোষণা করা হবে। অবশ্য এতে কোন বৃত্তি ভোগ করার অধিকার থাকবে না। সংবাদটা প্রশংসিত হয়েছিল সর্বস্তরের মানুষের কাছে। কারণ বর্তমান পরীক্ষায় যে পদ্ধতি চালু আছে তা ঔপনিবেশিক আমলের চিন্তধারার ফসল। সুতরাং আমরা আশা করেছিলাম মান্ধাতা আমলের সেই প্রচলিত পদ্ধতির মধ্যে প্রস্তাবিত ও পরিবর্তিত পদ্ধতি কিছুটা নতুনত্বের সৃষ্টি করবে। কিন্তু এখন শোনা যাচ্ছে ১৯৮৫ সালের পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটির এ সুপারিশ নাকি সরকার গ্রহণ করেননি। ফলে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী যারা মাত্র একটা বিষয়ে অকৃতকার্য হয়ে প্রস্তাবিত পদ্ধতির সংবাদ পড়ে আশান্বিত হয়ে উঠেছিল, তারা আবার হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। অথচ এ প্রস্তাবিত পরীক্ষা পদ্ধতি বাংলাদেশ ছাড়া এ উপমহাদেশের সর্বত্র চালু আছে। বাংলাদেশের ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিকেল, মেরিন এবং সকল ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষাতেও এ পদ্ধতি পরিদৃশ্যমান। সুতরাং আমরা আশা করবো হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর স্বার্থে এবং তাদের হতাশার কবল থেকে উদ্ধারকল্পে সরকার এস, এস, সি ও এইচ, এস, সি পরীক্ষায় এই প্রস্তাবিত পদ্ধতি অচিরে চালু করে সর্বস্তরের মানুষের প্রশংসার্হ হবেন।

কেউ কেউ মনে করতে পারেন, বেশীসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী পাস করলে দেশে বেকারের সংখ্যা বাড়বে। এটা ভুল ধারণা। কারণ শিক্ষিত বেকার কখনো দেশের গুরুভার নয়। গুরুভার দেশের অশিক্ষিত বেকার। শিক্ষিত বেকারকে সুষ্ঠু গঠনশীল পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিচালনা করলে সে সহজেই কোন না কোন কাজে পুনর্বাসিত হতে পারে। অশিক্ষিত বেকার তা পারে না। শিক্ষিত বেকারের হার কমাবার জন্য আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতের পশ্চিম বাংলায় একটা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। সেখানে প্রতিটি শিক্ষিত বেকার যুবককে সরকার থেকে পঁচিশ হাজার টাকার দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দেয়া হয়। ঐ টাকা নিয়ে তারা ব্যবসা-বাণিজ্য করে নিজেরা সমাজে পুনর্বাসিত হয় ও ধীরে ধীরে ঋণ শোধ করে। আমাদের শিক্ষিত বেকার যুবকদের পুনর্বাসনের জন্য আমরাও কি এ পদ্ধতি চালু করতে পারি না? —বেদুঈন সামাদ,